শুভ কামনা

১৯২৫ সালের কথা। চাঁরুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথমসুধীরবাবুদের দোকানে যাই। সেখানে তখন প্রতি বিকালেএকটি সাহিত্যিক আড্ডা হোত। আমি তখন নতুন সাহিত্যিক, 'প্রবাসী'তে কয়েকটি ছোটগল্প লিখেছি মাত্র—এবং 'পথের পাঁচালী',উপন্যাসের খসড়া করচি। তাদের এই বৈকালিকআড্ডাটি আমার বড় ভালো লাগতো। কাজকর্মের অবসরেমাঝে মাঝে 'মৌচাক' আপিসে এসে এই আড্ডাতে যোগ দিতাম। ১৯২৯ সালে আমি কলকাতায় আবার ফিরে আসি, কয়েক বৎসর বিহার প্রবাসের পরে। ঐ বৎসরেই 'পথেরপাঁচালী' প্রকাশিত হয়। ঐ সাল থেকে 'মৌচাক' আপিসেআমার যাওয়া আসা বাঁধা নিয়মে শুরু হয়ে গেল।

অনেক সাহিত্যিক, শিল্পী, মজলিশী ও রসিক ব্যক্তির সমাগমে 'মৌচাক'-এর এই আড্ডা গমগম করতো। এইখানেবন্ধুবর হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণীন্দ্রলাল বসু, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। সুধীরবাবুরআদর অপ্যায়নে কত বর্ষার বৈকাল ও শীতের সন্ধ্যায় চায়েরমজলিশ এখানে সরস ও আনন্দময় হয়ে উঠেচে। কত ঠোঙাঠোঙা 'অবাক জলপান' ফেরিওয়ালার ঝুলির মধ্যে থেকেবেরিয়ে এসে বাদল দিনে অতিথি সৎকারে সহযোগিতাকরেচে; 'মৌচাক'-এর ইতিহাসের সঙ্গে সে সবের ইতিহাসওজড়ানো।

একদিন সুধীরবাবু বললেন—বিভূতিবাবু, মৌচাকেরজন্যে লিখবেন ?

আমি তো একপায়ে খাড়া। বললুম-নিশ্চয়ই।

—কি লিখবেন বলুন ?ছেলেদের উপন্যাস দিন। কিবলেন ?

এভাবে ছেলেদের জন্য লেখা উপন্যাস 'চাদেরপাহাড়'-এর সূত্রপাত। সুধীরবাবুর উৎসাহ না পেলে হয়তো ওবই লেখাই হোত না।

আজকাল কলকাতা থেকে দূরে বাস করি। কিন্তু 'মৌচাক' এর বৈকালিক আড্ডার আকর্ষণ এমন মোহ বিস্তার করেচে মনে যে কলকাতায় এলেই ওখানে না গিয়ে পারি না। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও যাওয়া চাই-ই। বন্ধুবর সরোজরায়চৌধুরী আসে, মণীন্দ্র বসু আসে, সুধীরবাবু ও অপূর্ববাবুতো থাকেনই—অতীত দিনের আনন্দ মুহূর্তগুলি আবার যেনসজীব হয়ে ওঠে। সে সব দিনের হারানো অনুভূতিগুলি আবারযেন ফিরে পাই। সেজন্যই 'মৌচাক' কাগজের ওপর আমার কেমন একটা ব্যক্তিগত টান আছে—এর ভালোমন্দ ব্যক্তিগতলাভক্ষতির দৃষ্টি নিয়ে দেখি।

আমি জানি 'মৌচাক' শুধু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরআনন্দবর্ধন করে না, তাদের পিতামাতারও অবসর বিনোদনেযথেষ্ট সাহায্য করে।

চাঁইবাসায় একটি বন্ধু গভর্নমেন্টের এনজিনিয়ার ওবিদ্বান বক্তি। আমায় বললেন—এবার 'মৌচাক'-এ হেম বাগচীর 'গরমেটো' কবিতা পড়েছেন ?

আমি বললুম—এখনো পড়ি নি।

—পড়ে দেখবেন। চমৎকার রস আছে ওর মধ্যে। আজ দুপুরে মশগুল হয়ে ছিলাম 'মৌচাক'খানা নিয়ে।

এ রকম বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। একটা মাত্র মনে হল।

'মৌচাক'-এর লেখা যখন লিখতে বসি, তখন কল্পনানেত্রে দেখি বহু ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ও তাদের কর্মক্লান্তপিতাঠাকুরদের উৎসুক দৃষ্টি, সবাই যেন এই লেখার দিকেচেয়ে রয়েছে একদৃষ্টে—তবে অক্ষমতার জন্যে তাদের সেঔৎসুক্য চরিতার্থ হয়তো সব সময় করে উঠতে পারি না—সেকথা আলাদা।